ভোরের কাগজ

তারিখ ... 9 MAY 2003

ইত্যাদি

কিন্ডার গার্টেন সমস্যা ও উত্তরণের রূপরেখা

সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত পাঁচ মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। এ অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারি আয়োজন দীর্ঘ ৩০ বছরেও পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। সঙ্গত কারণেই বেসরকারি উদ্যোগে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে কিন্ডার গার্টেন কিংবা অন্যান্য নামে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। বাণিজ্যিকভাবে সাফল্য অর্জন উৎসাহিত করেছে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়ে। আর তাই হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এ দেশে।

এ অল্প সময়ে অধিকমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অনেকেই সমাজের বিষফোঁড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে। সর্বজনীনভাবে গৃহীত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির অভাবে সৃষ্ট দোষত্রুটি এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করেছে। তারপরও প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কমবেশি ৩০ লাখ শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করছে।

বেকারত্ব বিমোচনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে প্রায় ৩ লাখ লোকের। বিস্তৃতির এমনতর ধারায় আগাছায় পরিণত হয়েছে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙের ছাতা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। মূল্যায়নের এমন অবস্থা থেকে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা দেশের প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি মোতাবেক বই পাচ্ছে না। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকেও হচ্ছে বঞ্চিত।

নীতিনির্ধারকদের অবহেলা, অনাদর-অযত্ন কিংবা দক্ষতা-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে এমন অবস্থা বিরাজ করছে বলে অভিজ্ঞমহল মত পোষণ করেন। কেননা জোট সরকারের ঘোষিত শিক্ষা কমিশনসহ পূর্বের সকল শিক্ষা কমিশনে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকে উপেক্ষা করা যথার্থভাবে নীতিনির্ধারকগণের অবহেলা, অনাদর-অযত্ন কিংবা দক্ষতা-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নীতিনির্ধারকদের এমন আচরণে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাকে অতিক্রম করে বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলছে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়নে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিতকরণ জরুরি হয়ে পড়েছে। আর তার জন্য প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন। এ রূপরেখা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যকর করতে অবশ্যই গঠিত শিক্ষা কমিশনে প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে অভিজ্ঞ সংশ্লিষ্টজনের। এবং কাজটি সম্পন্ন হলেই মুক্তি পাবে নীতিনির্ধারকগণ তাদের অবহেলা, অনাদর, অযত্ন কিংবা দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অভাবজনিত আচরণের দায়দায়িত্ব থেকে। উত্তরণ ঘটবে কিন্ডার গার্টেন সমস্যার। নিরাময় হবে আগাছা হিসেবে বেড়ে ওঠা সামাজিক বিষফোঁড়ার সংক্রমণ। কিন্ডার গার্টেন সমস্যা উত্তরণে নীতিনির্ধারকগণ ও জোট সরকারের গঠিত শিক্ষা কমিশনের বিবেচনার জন্য একটি খসড়া রূপরেখা দেওয়া হলো।

প্রস্তাবিত রূপরেখায় বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়নের জন্য 'বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমি' নামে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা জরুরি বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা ১৯৬২ সালের শিক্ষা আইন ও তার পরবর্তী সকল সংশোধনীতে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ তার কর্মের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেও এতো বিশাল বিস্তৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারছে না। এ কারণেই কিন্ডার গার্টেন সামাজিক বিষফোঁড়ার রূপ ধারণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কিংবা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে মাত্র ২ হাজার থেকে ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব নিয়ে। তবে কেন এ বিশাল বিস্তৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে 'বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমি' গঠন করা হবে না বা যাবে না। 'বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমি' গঠিত হলেই বিশাল বিস্তৃত এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল জটিলতা দূর হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ করা যায় যে 'বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমি' গঠন ও পরিচালন ব্যয় সংগৃহীত হবে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধার্যকৃত কর থেকে। এ ছাড়াও সরকারি অনুদান বরাদ্দ থাকা বাঞ্ছনীয়। এবং 'বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমি' পরীক্ষা পদ্ধতি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিসহ সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এবং বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে সরকারি বেসরকারি অভিজ্ঞ বিদ্যোৎসাহী ও বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে। এ ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো একটি নুতন মাত্রা সংযোজন হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আসবে। এসএসসি মানের পরীক্ষাকে এস্ট্রাস ও এইচএসসি মানের পরীক্ষাকে এফএ হিসেবে অভিহিত করা হবে বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমির অধীনস্থ পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থায়। প্রস্তাবিত রূপরেখা বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হবে। রোধ হবে 'ও' লেবেল 'এ' লেবেলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি ব্যয় বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়।

আমরা আশা করি, জোট সরকারের গঠিত শিক্ষা কমিশন এবং দেশের নীতিনির্ধারকগণ এ রূপরেখা গুরুত্বসহ বিবেচনা করবে। এবং বাস্তবায়নের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষা ব্যবস্থার আরো একটি নতুন ধারা উন্মোচন করবে। এবং সেই সঙ্গে দূর হবে দীর্ঘদিনের লালিত সমস্যা, দিকনির্দেশনা পাবে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকল জন।

❑ হা ম আ ওয়াদুদ